এই বাক্যদ্বারা শ্রীহরিপূজা করিলে অন্যান্য সকল দেবতার পূজা যে স্বতঃই নিষ্পন্ন হয়, তাহাই বলা হইল। এইজন্যও শ্রীশ্রীহরিভক্তির সার্ব্বত্রিকতা কথিত হইল।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে এই প্রকারই উক্ত হইয়াছে।

অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খ-চক্র-গদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যু যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ॥

শঙ্খ চক্র গদাধর দেবদেব অর্চ্চিত হইলে সমস্ত দেবতাই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্বদেবময় ইত্যাদি।

এইপ্রকার যিনি হরিভক্তি করেন, যে গো প্রভৃতি জন্তু ভগবান্‌কে অর্পণ করা হয়, যে ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি করা হয়, শ্রীভগবানের প্রীতি কামনা করিয়া যাহাকে দান করা হয় এবং যে দেশাদিতে বা যে কুলে কোন লোক যদি ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, ইহাদের সকলেই কৃতার্থতা লাভ করেন—ইহা পুরাণ সকলে দেখা যায়। এইপ্রকারে সকল কারকেই ভগবদ্ভক্তির অনুবৃত্তি সাধিত হইল।

শ্রীহরিভক্তি যে পূর্ব্বকালে ছিলেন এবং বর্ত্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, তাহা সম্প্রতি বলা হইতেছে। যথা—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৪।৩

"যাহাতে আমার ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই বেদবাক্যসকল কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছিল। পরে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।

"ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মক"—এই কথা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রলয়ের পূর্ব্বেও যে ভাগবত ধর্ম্ম ছিল, তাহা বুঝা যায়।

সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তীকালে বহুস্থলেই শ্রীভগবদ্ভক্তির কথা শুনা যায়।

তত্রেমং ক উপাসীরন্ কউস্বিদনুশেরতে।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৭।৩৭

সেই সকল প্রলয়কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের কাহারা উপাসনা করেন? আর কে কে বা তাঁহাতে লীন হইয়া যায়?

এই বিদুর-প্রশ্নে প্রলয়-সমকালেও যে ভগবদ্ভক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা কথিত হইল।